বাজেটের দুই চ্যালেঞ্জ

বৈষম্যমূলক প্রবৃদ্ধি ঠেকাতে গ্রামীণ অর্থনীতিতে অর্থ সরবরাহ বাড়ানো এবং অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলার উন্নতির জন্য বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দ ও নীতি নির্দেশনা দেওয়ার ওপর নির্ভর করছে অর্থনীতির সার্বিক গতিপ্রকৃতি। ...লিখেছেন

আসজাদুল কিবরিয়া

ভেজাল খেতে খেতে বাংলাদেশের মানুষ নাকি 'ভেজাল-প্রুফ' হয়ে গেছে! ভেজাল মেশানো খাবার খেলে এখন আর শরীর খারাপ করে না। কারণ, শরীরের একটা নিজস্ব সহ্য ক্ষমতা তৈরি হয়েছে। বরং খাটি জিনিস পেটে পড়লেই সবকিছু গড়বড়ে হয়ে যেতে চায় অনেক সময়ই। বাংলাদেশের অর্থনীতির অবস্থাও যেন হয়েছে অনেকটা এরকম। বিভিন্ন ধরনের প্রতিকূলতা ও বিপত্তির মধ্য দিয়ে যেতে যেতে অর্থনীতি নিজের একটা সহ্য ক্ষমতা তৈরি করে নিয়েছে। ফলে, অর্থনীতি বহির্ভূত বিষয়গুলো যতখানি নেতিবাচকভাবে অর্থনীতিকে প্রভাবিত করতে পারার কথা, ততোটা এখন আর হচ্ছে না। সোজা কথায় বললে, ভেতর থেকে বাংলাদেশের অর্থনীতি বদলে যাচ্ছে। এই বদলে যাওয়াটা অর্থনীতিকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট সহায়কও হয়েছে বটে। আর এসব কারণেই বিদায় নিতে যাওয়া এই ২০০৩-০৪ অর্থবছরের জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি ৫.৫ শতাংশ অতিক্রম করলেও করতে পারে। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, দুর্নীতি, হরতাল আর প্রশাসনিক জটিলতার কারণে অর্থনীতির গতিময়তা যথেষ্ট ব্যাহত হচ্ছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে, এগুলোকে সহ্য করে, বা বলা যায় এগুলোকে অনিবার্য মেনে নিয়েই অর্থনীতির এগিয়ে যাওয়ার কৌশল গড়ে উঠেছে। ফলে অর্থবছরের শেষ প্রান্তে এসে সামগ্রিক অর্থনীতির বিভিন্ন সূচক যথেষ্ট ইতিবাচক হিসেবেই দেখা যাচ্ছে। অর্থবছরের ১০ মাসে মানে জুলাই-এপ্রিল সময়কালে রপ্তানি আয়ে প্রবৃদ্ধি হয়েছে প্রায় ১৫%, আমদানি বেড়েছে প্রায় ১৮%। রেমিট্যান্স প্রবাহ সন্তোষজনক পর্যায়ে আছে এবং ১০ মাসেই ৩০০ কোটি ডলার ছুঁয়ে ফেলেছে যেখানে গত অর্থ বছরে মোট রেমিট্যান্স এসেছিল ৩০৬ কোটি ডলারের কিছু বেশি। শিল্প উৎপাদন যথেষ্ট গতিশীল হয়েছে, কৃষিখাতের অবস্থাও এখন পর্যন্ত সন্তোষজনক।

অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম সাইফুর রহমান অর্থনীতির এই ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে আগামী ২০০৪-০৫ অর্থবছরের জন্য বাজেট পেশ করতে যাচ্ছেন। (এই প্রতিবেদন যখন পাঠকদের হাতে যাবে তখন জাতীয় সংসদে বাজেট উত্থাপন করা হয়েছে গেছে।) এই নিয়ে তিনি মোট ১০বার বাজেট পেশ করার এক বিরল কৃতিত্ব অর্জন করলেন। তবে তাঁর ১০ম বাজেট তিনি এমন সময় পেশ করছেন, যখন অর্থনীতি গতানুগতিক সমস্যা ছাড়াও একটি ভিন্নধর্মী সমস্যার মুখোমুখি গতে চলেছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সামনের দিকে এগিয়ে গেলেও এই প্রবৃদ্ধির সুফলভোগী আসলে শহরভিত্তিক উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মানুষ। নির্দিষ্ট আয়ের সাধারণ মানুষ মূল্যস্ফীতির চাপে যেমন হিমশিম খাচ্ছে, তেমনি কাজ না পাওয়া মানুষের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। এই অবস্থায় স্বাভাবিভাবেই বাজেট প্রবৃদ্ধির এই বৈষম্যমূলক বন্টন রোধ করে সুষম বন্টনের পদক্ষেপ নেবে, এমনটা আশা করাই স্বাভাবিক। আর সেটা করতে যেয়ে সম্পদ প্রবাহকে গ্রামমুখী ও কৃষিমুখী করতে হবে। সোজা কথায়, গ্রামে বেশি করে টাকা দিতে হবে গ্রামের মানুষের হাতে টাকা পৌছে দিতে হবে। অর্থমন্ত্রী তো বলেইছেন যে তিনি গ্রামে বেশি করে টাকা দিতে চান। তবে দিতে চাইলেই হবে না, সেই দেওয়াটা যেন ঠিক জায়গামতো ও চাহিদা মতো পৌছায় সেটা নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব।

প্রবীণ অর্থনীতিবিদ প্রফেসর মোজাফফর আহমদ মনে করেন, বাজেটের চ্যালেঞ্জটা এখানেই। 'গ্রামীণ অর্থনীতিতে আরো বেশি করে অর্থ সরবরাহ যে করতে হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সমস্যা হলো, এই অর্থ দেওয়ার পদ্ধতিটা কি হবে? গ্রাম সরকারের হাতে অল্প অল্প করে কিছু টাকা দিয়ে দিলে সেই টাকার খুব সামান্যই মানুষের কাজে লাগবে। বরং টাকার ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে গ্রাম্য টাউট শ্রেণী ফায়দা লুটবে। আর তাই সরকারের উচিত হবে ইউনিয়ন পরিষদকে শক্তিশালী করে এই স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে টাকা দেওয়া। তাতে উন্নয়ন কর্মকান্ড গতি পাবে।' পুরো কার্যক্রম রাজনৈতিকীকরণ করা হতে পারে এই শঙ্কা থেকে তিনি একথাগুলো বলেছেন। তাঁর মতে, সরকার এখন থেকেই নির্বাচনমুখী অর্থ ব্যয় করার কাজ শুরু করবে। আর এটা করতে যেয়ে স্বাভাবিকভাবেই অর্থের ব্যয় হবে বেশি, কাজ হবে কম।

অর্থনীতিবিদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য মনে করেন, বাজেটে ধনী-দরিদ্র ব্যবধান কমনোর দিক নির্দেশনা থাকাটা জরুরি। কারণ, শহরমুখী প্রবৃদ্ধি ক্রমান্বয়ে ধনী-দরিদ্র বৈষম্য বাড়াচ্ছে। আর তাই তিনিও গ্রামীণ অর্থনীতিতে অধিকহারে উন্নয়ন ব্যয় বরাদ্দ দেওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন এবং বলেছেন যে কৃষিখাতেও ভর্তুকি বাড়াতে হবে।

গ্রামীণ অর্থনীতিতে তথা কৃষিতে অর্থ সরবরাহ বাড়ানোর পাশাপাশি যে বিষয়টা সবচেয়ে জরুরি হয়ে পড়ছে তা হলো মানুষের জান মালের নিরাপত্তা। আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতিতে জনজীবনে যে উদ্বেগ ও আশঙ্কা নেমে এসেছে তা সত্যিই যদি সরকার দূর করতে চায় তাহলে চোখ বন্ধ করে পুলিশ তথা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বরাদ্দ ও সুবিধা বাড়াতে হবে। বর্তমান বেতন-ভাতায় পুলিশের কাছ থেকে ন্যূনতম কর্তব্যপরায়ণতা আশা করা মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই না। এ প্রসঙ্গে প্রফেসর মোজাফফর বলেন যে প্রতিরক্ষা বাহিনীর চেয়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কম সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার পেছনে কোনো যৌক্তিকতা নেই। 'বাইরের শত্রু আক্রমণ করবে, আমাদের সেনাবাহিনী তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে, এধরনের চিন্তা বাতুলতা মাত্র। বরং পুলিশকে অর্থ, অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দিলে এর ফল অনেক ভাল হবে।'

বস্তুত জনজীবনের নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলার উন্নতি ছাড়া যে উৎপাদনসহ সার্বিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড মসৃণভাবে অগ্রসর হতে পারবে না তা বলাই বাহুল্য। অন্যদিকে গ্রামীণ অর্থনীতিতে বেশি করে টাকা দেওয়া হলেও সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে না পারলে সমস্যা বরং বেড়ে যাবে। বাজেট এ দুটো বিষয়কে কতোটা গুরুত্বের সঙ্গে নিচ্ছে সেটার ওপরই সরকারের পরবর্তী চিন্তা-ভাবনার আভাস পাওয়া যাবে।